হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন
কাঁকড়া রহস্য
আনন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

কাঁকড়া রহস্য
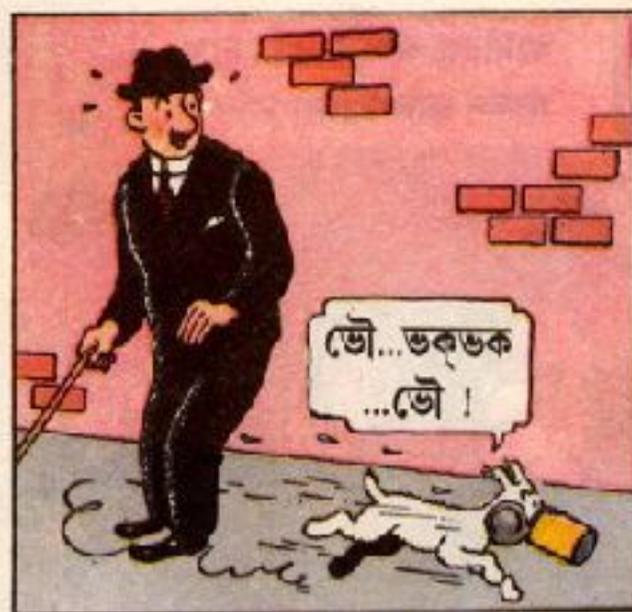
খুব বেঁচে গেছিস ! যা ধারালো কৌটো, তোর মুখ যে কেটে যায়নি, এই ঢের ।

ফের যদি দুষ্টুমি করিস কুট্টুস, তা হলে তোর মুখে একটা ঠুলি পরিয়ে দেব ।

আরে, টিনটিন যে !
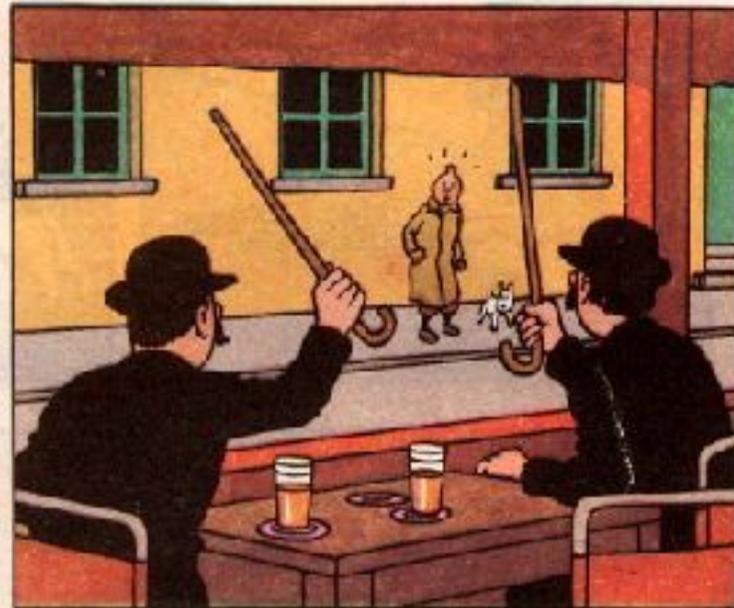
ওয়েটার, আর-একটা লেমোনেড !
আনছি সার

তোমাকে দেখে দারুণ ভাল লাগল !

বুঝলে হে, যাকে বলে দারুণ ভাল লাগল !

এই নিন সার !

তা হলে চুমুক দেওয়া যাক !
নিশ্চয়, নিশ্চয় !

আমারও আপনাদের দেখে দারুণ ভাল লাগল দাদা !

তারপর খবর-টবর সব কী ?

খবর বলতে, বুঝলে হে, আমাদের ঘাড়ে তো একটা দারুণ কাজ চেপেছে !
মানে ?

যাকে বলে দারুণ একটা কাজ !
মানে !

কাগজে এই খবরটা পড়েছ ?
"জাল টাকা সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকুন !"—হ্যাঁ, পড়েছি বটে ।

বুঝলে হে, আমাদেরই ওপরে এই নিয়ে তদন্ত করবার ভার পড়েছে ।
বটে ? কিন্তু...কিন্তু জাল টাকা চেনা তো সহজ নয় !

তোমাদের পক্ষে নয় । কিন্তু আমরা পুলিশের লোক, এক নজরেই বুঝতে পারি ।

ওয়েটার, কত হল ?

তিরিশ পেনি, সার !
এই নাও আধ পাউন্ড !.. হুঁ, যা বলছিলাম...

এটা জাল, সার !
আরে, শেষকালে কিনা আমাকেই জাল-টাকা চালিয়েছে !

এই নাও !
ধন্যবাদ ।

তা এই জাল টাকার ব্যাপারে আমরা বিস্তর নথিপত্র জোগাড় করেছি । যদি দেখতে চাও তো আমাদের সঙ্গে এসো ।
তা বেশ তো ।

সেই কাগজগুলো কোথায় রাখলে ?
তুমিই তো রেখেছ !

!

আরে, ওগুলো কী ?
পুলিশ ওগুলো পাঠিয়েছে । সমুদ্রে একটা লাশের পকেটে পাওয়া গেছে । ওর মধ্যে পাঁচটা জাল আধ-পাউন্ডও ছিল । ব্যাপারটা রহস্যময় নয় ?
দারুণ রহস্যময় ! আমি...আমি...
এক্ষুনি আমি একটা জিনিস দেখে আসছি !
?
?
আমিও ওর সঙ্গে যাই !
কী হল টিনটিনের ?
আরে, ছড়িটা তো নিয়ে আসিনি !
আরে, ছড়িটা ফেলে গেছে দেখছি !
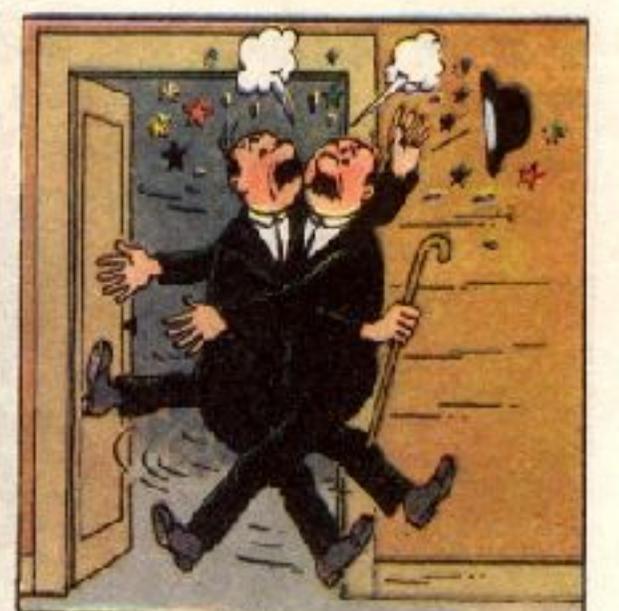
ওইতো টিনটিন!
বাপস, ঘেমে নেয়ে গেলুম যে !
ব্যাপার কী টিনটিন ?
ঘরের জিনিসপত্রের মধ্যে একটা টিনের কৌটোর লেবেলের ছেঁড়া টুকরো... !
মজা এই যে, আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঠিক আগেই সেই কৌটোটা আমি দেখেছিলুম । সেটাকে ওই ডাস্টবিনের মধ্যে আমি ফেলে দিই ।
বাঃ, টিনটিন, বাঃ ! আমাকে বকা হচ্ছিল, অথচ এখন নিজেই তুমি ময়লা ঘাটছ !
একটু দাঁড়াও...
নাঃ, নেই ! অথচ এইখানেই আমি ফেলেছিলুম ! একটা কাঁকড়ার টিন, স্পষ্ট মনে আছে ।
ওহে, থলেটা দেখি ?
নাঃ, এর মধ্যেও নেই...
!
এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার !
যাকে বলে গিয়ে ঘোর অদ্ভুত ব্যাপার !
ব্যাপার কী হে ?
পাগল আর কাকে বলে ! কাঁকড়ার টিন খুঁজে বেড়াচ্ছে !
কাঁকড়ার টিন ! বটে !
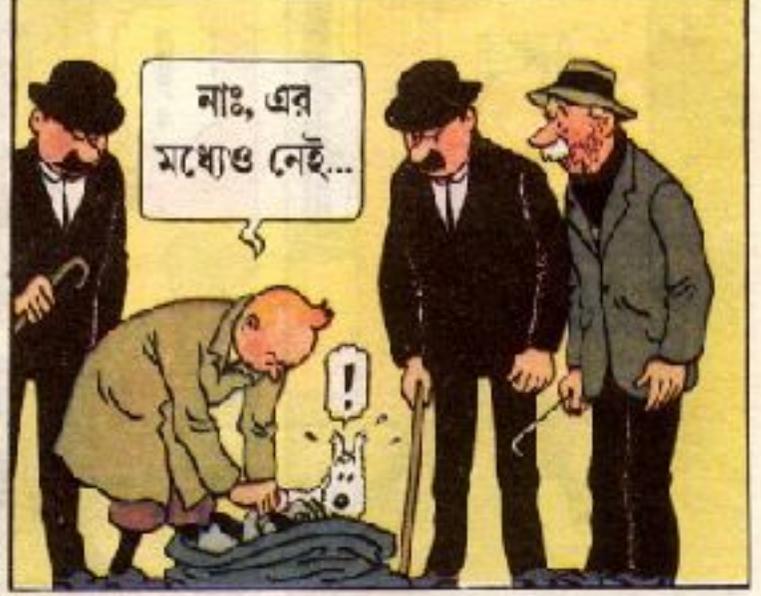
এবারে এই কাগজের টুকরোটা ভাল করে দেখা যাক...

আরে, কী যেন লেখা রয়েছে ! পেন্সিলে লেখা, জলে প্রায় মুছে গেছে...

দেখি.আতস কাচটা নিয়ে আসি।

!

ফের হাড় চিবুচ্ছিস ? কোত্থেকে পেলি এটা ?

এক মিনিটও একটু ভব্যি হয়ে থাকতে পারিস না ?

কী হচ্ছে ? সারাক্ষণ জ্বালাতন !

আরে, কাগজটা আবার কোথায় গেল ?

বসবার ঘরেও নেই ?
দড়াম
?
হাওয়ায় দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দেই চমকে উঠলুম ! আশ্চর্য !
ও, এতক্ষণে বুঝেছি ! বাতাসে নিশ্চয়...
কাগজের টুকরোটা কোথাও উড়ে গিয়ে পড়েছে ! দেখা যাক...
এই তো সেই কাগজ !
এবারে আতস কাচ দিয়ে দেখব...
আরে, ব্যাপার কী, এখান থেকে আতস কাচটা আবার কোথায় গেল ?
?
হুঁ, এতক্ষণে পড়া যাচ্ছে... কে...এ...আর...এ...বি...
কারাবুজান

হ্যাঁ,লাশ শনাক্ত হয়েছে । ওই যার পকেটে জাল-টাকা আর ওই কাগজের টুকরো ছিল । লোকটার নাম হার্বার্ট ডয়েস । কারাবুজান জাহাজে মাল্লার কাজ করত ।

কারাবুজান ? কী বললেন ? কারাবুজান ?

তাড়াতাড়ি জাহাজঘাটায় চল রে, কুট্টুস।

KARABOUDJAN
29

KARABO

আকাশে আজ দেখছি বিস্তর পাখি।

আরে, এ কী ব্যাপার !
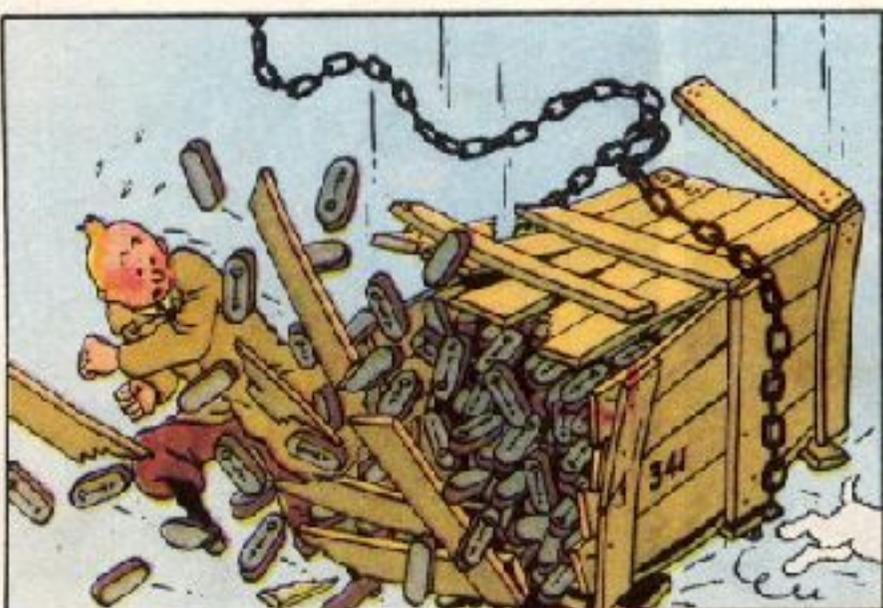
ধুত, অল্পের জন্যে ফসকে গেল !

বুঝলি কুট্টুস, পাখি দেখতে না দাঁড়ালে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যেতুম !

ব্যাপার কী ?
আর বলেন কেন, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি ! কিন্তু আপনারা হঠাৎ এখানে ?
শেকল ছিঁড়ে গিয়েছিল

মৃত্যুর তদন্ত করতে কারাবুজানে উঠব ।
তাই নাকি ? চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব ।

কতক্ষণ জাহাজে থাকবেন ?
তা এই আধ ঘণ্টাটাক ।

দুই গোয়েন্দার সঙ্গে সেই ছেলেটাও আসছে !

আমি ওদের দেখছি । ছেলেটাকে দেখো । জাহাজ থেকে যাতে ফিরতে না পারে ।
বুঝেছি !

আধ ঘণ্টা বাদে ঠিক এইখানে অপেক্ষা করব ।
তা বেশ তো !

আপনিই জাহাজের মেট ? আমরা সেই মাল্লার ব্যাপারে খোঁজ নিতে...
বেশ তো, আমার কেবিনে আসুন, নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে

চৌকাঠের দিকে নজর রাখবেন...
বড্ড উঁচু...

আহাহাহা, ধাক্কা লাগল ?

...অর্থাৎ মাল্লাটি মদ খেত। মৃত্যুর আগের দিন রাতে তাকে বন্দরে মাতলামো করতে দেখেছিলেন? তারপর ফিরবার সময় পা পিছলে সমুদ্রে পড়ে?
জলের মতো সহজ ব্যাপার!
একদম জলের মতো।

মিস্টার মেট, আপনি যা করতে বলেছিলেন, করেছি।
বেশ, একটু বাদেই যাচ্ছি

আমরাও আর বসব না। এবারে চলি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম।
আরে না, না, কী যে বলেন!

আমাদের দরজাটা বড্ড নিচু!
তা বটে!
তা বটে!

আপনাদের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, তিনি চলে গেছেন।
ও, টিনটিন! তার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম!

সাবধানে নামবেন।
চলি!
চলি!

টিনটিনের কী হল?

জাহাজের খোলের মধ্যে আমাকে আটকে রেখেছে! কী পাজি!...কে যেন আসছে!

এসব ইয়ার্কি আর কতক্ষণ চলবে?
যতক্ষণ চললে ভাল হয়।

আমাকে আপনারা হাত-পা বেঁধে আটকে রেখেছেন কেন?
সে-কথা তুমি খুব ভালই জানো হে ছোকরা!

চলে গেল যে !
দড়াম

আরে কুট্টুস, তুই কী করে এখানে এলি ? নিশ্চয় ওই দুই বদমাস যখন...

শ্‌শ্‌শ্‌ !
যাচ্চলে...
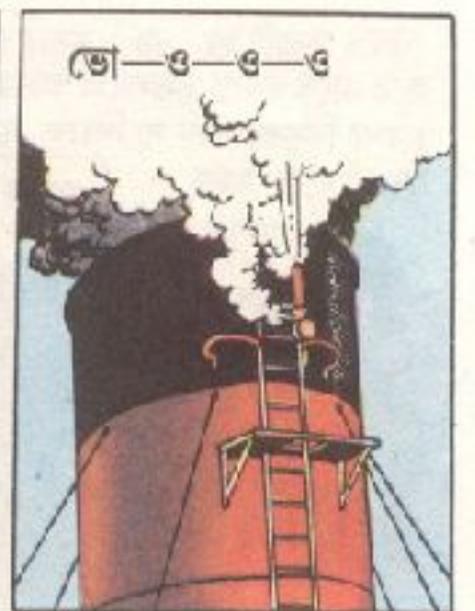
ভো—ও—ও—ও

ব্যস, জাহাজ বন্দর ছেড়েছে, সেই সঙ্গে আমরাও ভেসে পড়লুম । কুট্টুস, দাঁত দিয়ে এই বাঁধন কেটে দে তো...

কর্তা এই সাঙ্কেতিক বেতার-বার্তা পাঠিয়েছেন । মানেটা বলে দাও তো ।
'বন্দিকে জলে ডুবিয়ে মারো' ।

পেড্রো খাবার নিয়ে গেছে । খাক, তারপর একতাল সিসের সঙ্গে দড়ি বেঁধে, ওর গলায় ঝুলিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেব ।

খাবার তো এনেছ, কিন্তু খাব কী করে, হাত তো বাঁধা ।

দাঁড়াও, বাঁধন একটু আলগা করে দিচ্ছি...

কিন্তু নড়বে না, চালাকি করবে না, বুঝেছ ?

?

খাওয়ার জন্য বাঁধন আলগা করতে বলল, কিন্তু একটু নিচু হতেই পেল্লায় একটা ঘুসি মেরে পালাল ।
এখনও তো মেট-এর হাতে ঘুসি খাওনি ।

গাধা কোথাকার ! এখন আবার তাকে খুঁজে মরতে হবে ! তার ওপরে আবার...
...তার কাছে রিভলভার !

এগুলির মধ্যে যদি খাবার-টাবার থাকে, তা হলে চিন্তা নেই, অনেকক্ষণ যুঝে যেতে পারব !..

দেখা যাক...

ওরেব্বাস, রাশি-রাশি কাঁকড়ার টিন !

যা ভেবেছি, সেই টিন আর এই টিন হুবহু এক !

পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে, এখন অন্য বাক্সগুলো দেখা যাক !

এ যে শ্যাম্পেন ! ওরে কুট্টুস, আমাদের খাদ্য আর পানীয়, দুয়েরই ব্যবস্থা হয়ে গেল !
আরে, এ কী !

এই নে, একটু খেয়ে দ্যাখ কুট্টুস !

শ্‌শ্‌শ্‌...

ওরা আমাদের খুঁজতে এসেছে ! হুঁশিয়ার !

দম...দমাদম...

দরজায় বাক্স-টাক্স ঠেকো দিয়ে রেখেছে ! ব্যাটাকে না-খাইয়ে শুকিয়ে মারব !

আরে, স্রেফ কাঁকড়া খেয়ে কাটিয়ে দেব !

!?

আরে, এ
যে আফিম !
...আফিমের চোরাই কারবার
এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ।
কিন্তু...কিন্তু...সত্যিই তো,
তা হলে এখন খাব কী ?
কুছ পরোয়া
নেই, পানীয় তো
অঢেল রয়েছে !
দেখি, কোনওক্রমে বাইরে যাওয়া
যায় কিনা !
ওরেব্বাবা,
মাথা ঘুরছে !
নাঃ, ওপর-তলার জানলাটা
বড্ড উঁচুতে...
দাঁড়াও, একটা মতলব
মাথায় এসেছে...
ওদিকে...
মিস্টার মেট, ক্যাপ্টেন আপনাকে একবার
ডাকছেন...
ক্যাপ্টেন ? তার আবার কী
দরকার পড়ল ? ব্যাটা তো
পাঁড় মাতাল !
হ্যাঁ...আমি...হ্যাঁ...তোমাকে ডেকেছিলুম বটে ! কী জন্যে
যেন ডেকেছিলুম ? ও হ্যাঁ...মদ ফুরিয়ে গেছে...আর-এক
বোতল পাঠিয়ে দাও !
নিশ্চয় নিশ্চয়, সে-কথা আর বলতে,
এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি !
বুঝলে মিঃ অ্যালান...কেউ আমার দুঃখ
বুঝল না...একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু...
নিশ্চয় নিশ্চয় ! আপনি কিচ্ছু
ভাববেন না, যত হুইস্কি আপনি খেতে
পারেন, আমি ঠিক খাইয়ে যাব।
নইলে তোমাকে মাতাল
করে রেখে আমি কাজ
হাসিল করব কীভাবে ?
সেই রাত্রে...
অন্ধকার হয়েছে, এইবারে
কাজে নামব !
ঠক
?

আর-একবার চেষ্টা করে দেখি।
কেউ তো নেই! তা হলে?
নেশার ঘোরে ভুল দেখছি না তো?
তুমি...তুমি আবার কে হে?
চেঁচালেই গুলি করব!
এই বিচ্ছিরি জাহাজের একজন বন্দি...
বিচ্ছিরি? খবর্দার...আমি...আমি —ক্যাপ্টেন হ্যাডক! আমার জাহাজকে বিচ্ছিরি বললে, আমি ভীষণ রেগে যাই!
তাতে আমার বয়েই গেল! আফিমের চোরাই-ব্যবসা চালাচ্ছেন, আপনার লজ্জা করে না?
আফিম? আমার জাহাজে? বলো কী?
কেন, আপনি জানেন না?
সত্যিই জানি না! দ্যাখো ব্যাপার! শেষকালে কিনা আমার মতো সৎ লোকের জাহাজে চোরাই আফিম! এ নিশ্চয় ওই হতচ্ছাড়া অ্যালানের কাণ্ড!

দেখুন মশাই, আপনাকে তো আমার সাচ্চা লোক বলেইমনে হচ্ছে। কিন্তু...কিন্তু ওই মদের নেশাটা আপনি ছাড়ুন। ছিঃ, আপনার মা যদি শোনেন যে, আপনি মাতলামো করেন, তা হলে তিনি কী ভাববেন বলুন তো?
আমার মা ?
আরে, এ আবার কী হচ্ছে ?
মা...মা...মাগো...তুমি কোথায় ?
আরে থামুন থামুন !
মাগো, আমি তোমার অধম সন্তান !
ফের মাতলামো শুরু করেছে ! চল তো...
সর্বনাশ আচ্ছা ফাঁদে পড়লুম দেখছি !..
মা...মা... মাগো !
ব্যাপার কী, এত হল্লা কিসের ?
মা...মাগো...তুমি কোথায় ?
আমি তোমার এক অধম সন্তান, মাগো!
আরেকটু খান, চাঙ্গা হয়ে উঠবেন !
না না, ওকে আমি কথা দিয়েছি, আর মদ খাব না !
কাকে আবার কথা দিলেন ?
ওই যে একটু আগে যে-ছেলেটা এসেছিল...
ছেলে ? কোথায় সে ? বলুন ! বলুন !
দড়ি কোত্থেকে এল ?
কী জানি, আগে কখনও তাকে দেখিনি ।
শয়তানটা তা হলে এইখানে এসে ঢুকেছিল ! হল্লা দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। কিন্তু. কিন্তু আবার হয়তো আসতে পারে...

ওরে জাম্বো, এইখানে বসে ওই জানলাটার ওপরে নজর রাখ। জানলা দিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকলেই তাকে পাকড়াবি, বুঝলি ।
এই পিস্তলটাও... রেখে দে ।
বহুত আচ্ছা!

নাঃ, ব্যাটা দেখছি মহা জ্বালাচ্ছে । দাঁড়াও, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ওকে ধরব ।

হয়েছে, সরে আয়...

দুম

ব্যাটা হয়তো মুচ্ছো গেছে !
কিংবা গা-ঢাকা দিয়েছে

ব্যাটা নচ্ছার !
ফট্

ফট্
ফট্
ফট্

শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি !
তার মানে...

ফটাস্

?

ওই কেবিনে চল ।

?!?

আমি তো জানলাটার ওপরে চোখ রেখেছিলুম । কিন্তু সে লুকিয়ে ছিল বাঙ্কের তলায় !

মিস্টার মেট । আমাদের ওয়্যারলেস-অপারেটরকে কে যেন হাত পা বেঁধে ফেলে...
!!

মিস্টার মেট, লাইফবোটটা কোথাও দেখছি না !

ভোর হল। এ-যাত্রা বেঁচে গেছি। কারাবুজান জাহাজ থেকে আমরা এখন অনেক দূরে ।

স্পেনের উপকূল এখান থেকে আরও ষাট মাইল । তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও টিনটিন, আমি দাঁড় টানি । তারপর আমি ঘুমোব, তুমি দাঁড় টানবে । কেমন ?
আচ্ছা

আরে, বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেল যে।

এইখানে জল, বিস্কুট, আর একবোতল...

মদ রেখেছিলুম।

কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কখনও মদ খাব না।

এক ঢোক খেলে নিশ্চয় দোষ নেই...

শীতটাও তেমনি পড়েছে তো...

আ! শরীরটা গরম হয়ে উঠছে!

আর-এক ঢোক খাই...

তারপর ফেলে দেব...

সবটাই শেষ!

আহা বেচারা! এখনও ঘুমোচ্ছে!

কিন্তু টিনটিনের শীত কাটবে কী করে? ঠাণ্ডায় ও-বেচারা শেষে জমে না যায়...

দাঁড়াও, একটা উপায় ঠাউরেছি...

!?

এ কী, দাঁড় দুখানা পুড়িয়ে ফেলছ কেন ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

যাক, একটা বালতি আছে !

খবরদার আগুন নেভাবে না । আগুন নেভালে ঠাণ্ডা লাগবে । বুঝলে ?

শিগগির বালতি ফেলে দাও । ফ্যালো বলছি !
?

?

হায় হায়, এ কী করলুম !
সর্বনাশ করেছ !

তাই তো, বড্ডই অন্যায় করে ফেলেছি ! আসলে মদ খেলেই আমার কী যে হয়ে যায়, তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না ।
শ শ শ

একটা সি-প্লেন । যাক, বাঁচা গেল !

গায়ে দেখছি মরক্কোর ছাপ রয়েছে ।

ট্যাট রাট ট্যাট ট্যাট ট্যাট ট্যাট ট্যাট

পাজি ! শুয়োর ! বাঁদর । বদমাস !
প্লেনটা আবার ফিরে আসছে।

ট্যাট্
ট্যাট্
ট্যাট্
রাট্
ট্যাট্

শাবাশ টিনটিন ! তোমার গুলি ঠিক জায়গায়...
ফট্
ফট্
যাক, লেগেছে তা হলে !

ইঞ্জিন থেমে গেছে...
ওরা বেরিয়ে আসছে ।
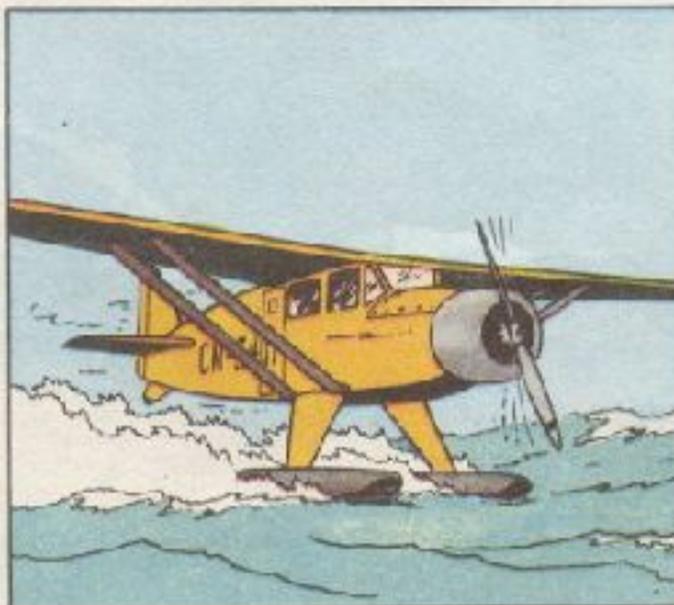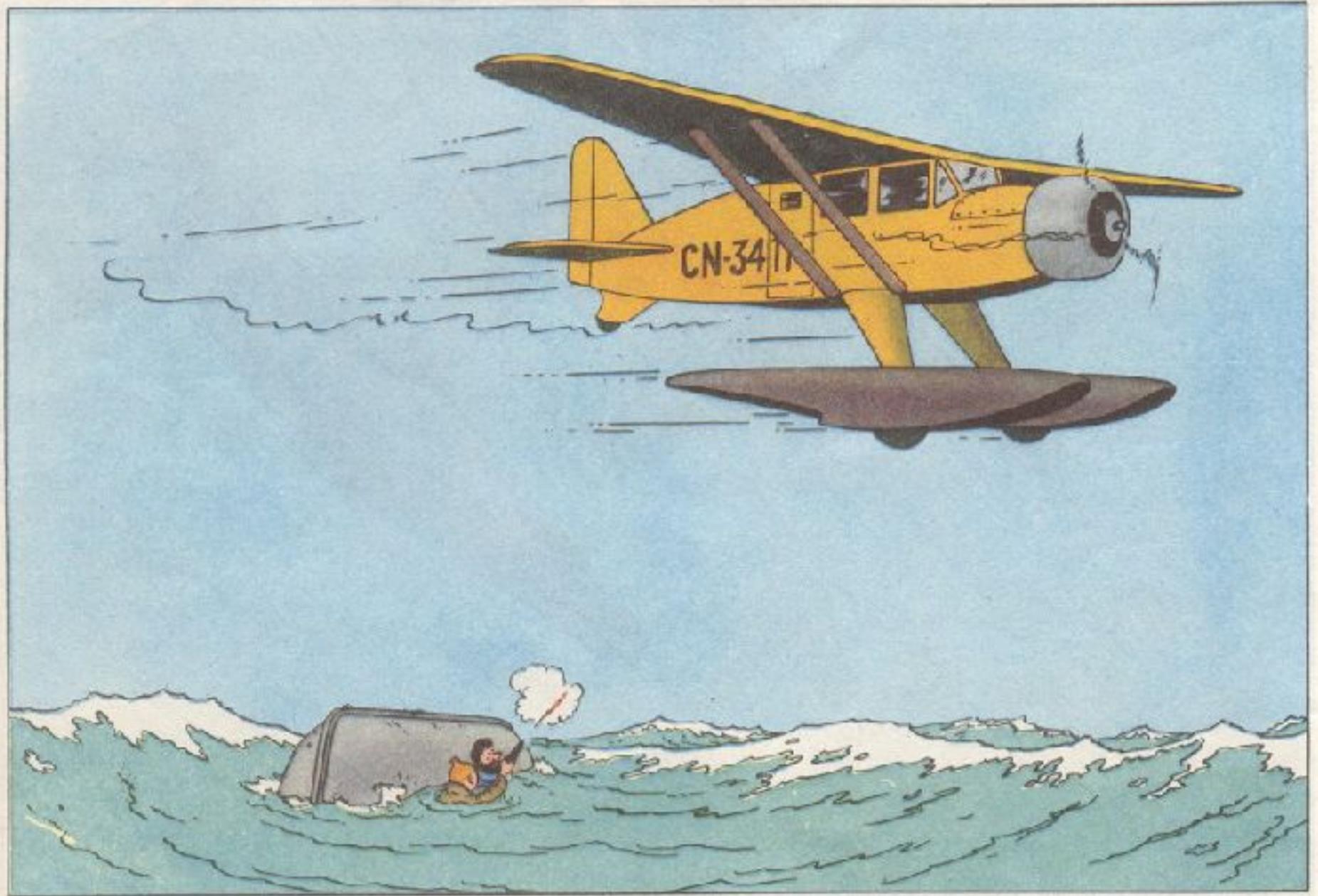
গুলি লেগে ইঞ্জিন বিগড়ে গেছে। ভয় নেই, এক্ষুনি মেরামত করে নেব।
করো, আমি ওদের ওপরে চোখ রাখছি...
ওরা দুজনে যেদিকে রয়েছে, ডুব সাঁতার কেটে আমি তার উলটো দিকে গিয়ে ভেসে উঠব। তারপর...
পারবে না মনে হয়...
আর কতক্ষণ লাগবে?
এই হয়ে এল।
কী, হয়েছে?
হয়েছে, একটা বল্টু শুধু এঁটে দেওয়া বাকি।
খবর্দার!

চালাকি করতে গেলেই গুলি চালাব !
শাবাশ টিনটিন, শাবাশ !
এই যে ক্যাপ্টেন, বদমাস দুটোকে দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধো !
বাঁধব কেন ? দুটোকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায় ।
না না না, তার দরকার নেই, যা বলছি করো, বেঁধে ফ্যালো ।
কার হুকুমে আমাদের ওপর গুলি চালিয়েছিলে ?
অর্থাৎ, তোমরা ভয় দেখিয়ে কথা বার করতে চাও ? আমরা কিন্তু মুখ খুলছি না ।
পুলিশের ঠেঙানি খেলেই মুখ খুলতে হবে ।
তুমি কি এরোপ্লেন চালাতে জানো ?
আমরা স্পেনের দিকেই যাচ্ছি তো ?
তা যাচ্ছি, কিন্তু আকাশের অবস্থা ভাল নয় ।
ওরেব্বাস, কী ঝড় ! আর রক্ষে নেই !
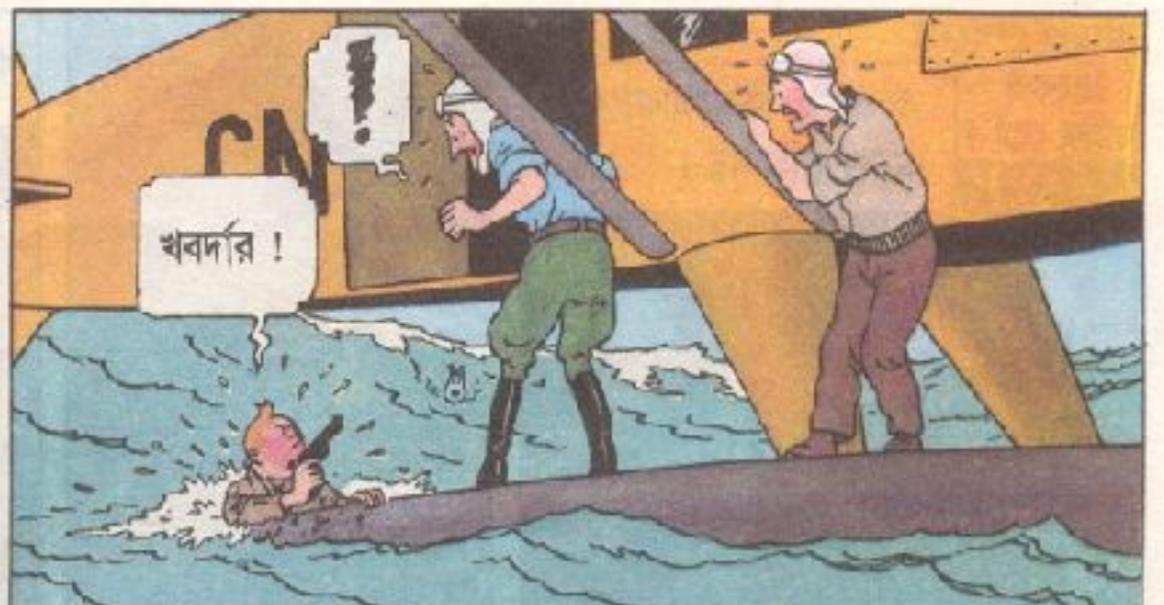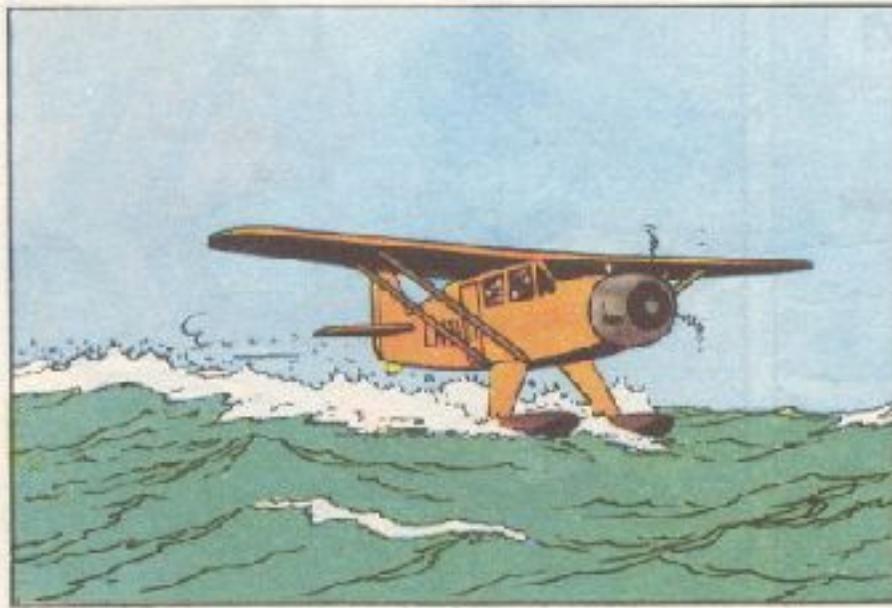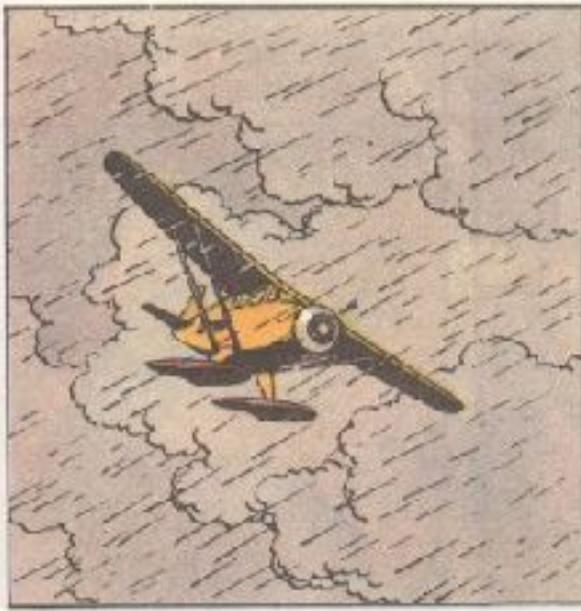
আরে, একটা বোতল ! কে জানে হুইস্কির বোতল কিনা..
হুঁহুঁব্বাবা, যা ভেবেছি,তাই।
মরতে হবেই বোতলটা সাবাড় করেই মরা যাক...
অ্যাই, তুমি অনেকক্ষণ এটাকে চালিয়েছ... এবারে আমি চালাব।
থামো, এখন মশকরা নয়...
কী, আমাকে চালাতে দেবে না ?
ছাড়ো ! ছাড়ো !
উঃ, টালটা খুব জোর সামলে নিয়েছি...
পেছনে তাকাও !
আমার সঙ্গে চালাকি ? দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি !
ইঞ্জিনের শব্দে কিছু শুনতে পাচ্ছে না !
চালাতে দেবে কি না ? এক...দুই... তিন...
আমিই চালাব !
এই তোমার অবাধ্যতার শাস্তি...

এ কী !
কী হয়েছে !
সর্বনাশ !... এক্ষুনি চুরমার হয়ে যাবে !
CN-34|11
খুব বেঁচে গেছি !
আরে, বন্দি দুজন তো প্লেনের মধ্যেই রয়ে গেল !

থামো পাগলামি কোরো না !
CN 34

CN-3

ছেলেটা ঠিক মারা পড়ল !

ধরো, আর-একটাকে বার করে আনছি !

কী, জায়গাটাকে কি স্পেন বলে মনে হয় !
স্পেনই তো হওয়া উচিত !

ভৌ ! ভৌ ! ভৌ !

?

আরেব্বাস, এত বড় হাড় পেলি কোথায় ?

দেখবে এসো, আরও অনেক রয়েছে !

?
!
দেখেছ ? যার যত খুশি হাড় চিবোও !

উটের কঙ্কাল !
উট ? কিন্তু...কিন্তু স্পেনে তো উট নেই ।
স্পেন নয়, এটা সাহারা মরুভূমি !
সাহারা ! অর্থাৎ ওই জন্তুটা...ওই জন্তুটা...
হ্যাঁ, তেষ্টায় ছটফট করতে করতে মরেছে !
কী ব্যাপার ! অত মুষড়ে পড়লে কেন ?
তেষ্টায় মারা গেছে ! তেষ্টায় মারা গেছে !
তেষ্টায় !
অত ভয় পাচ্ছ কেন ? একটু হাসো তো !
আর হাসি ! ক্যাপ্টেনের হয়ে এসেছে !
তেষ্টায় !
আরে, বন্দিরা কোথায় ?
দড়িগুলো পুড়ে গিয়েছিল, পালাতে কোনও অসুবিধে হয়নি !
তেষ্টায় !
ওই ওরা দুজনে পালাচ্ছে ! পাল্লাক !
আরে বাপু, ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই জলের সন্ধান পেয়ে যাব !
তেষ্টায় !

জল ছাড়া এক পা'ও চলতে পারব না !
অত উতলা হয়ো না, ক্যাপ্টেন ...

একটু শোও তো, ভাল লাগবে ।

টিনটিন...কোথায় গেলে ?...জল !

কোথাও জলের চিহ্ন নেই !
শুধু বালি আর বালি !
জল !

?!?

কী করে এখান থেকে উদ্ধার পাব, কে জানে ।

আরে এক বোতল শ্যাম্পেন

কী মুশকিল, ছিপিটা খুলছে না কেন ?
মজা দেখাচ্ছি !

আরে, কাকে মারতে গিয়ে কাকে মারলুম ?

তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস কুট্টুস !
বেশি লাগেনি তো ?
পাগলামি কোরো না । খেয়াল রেখো আমি মদের বোতল নই ।
উঃ কী তেষ্টা !
?
দ্যাখো ! একটা হ্রদ ! জল টলটল করছে !
থামো থামো ওটা মরীচিকা !
জল ! জল !

বললুম মরীচিকা, তা তোমার কানে গেল না ।
স্পষ্ট দেখলুম...
কয়েক ঘণ্টা বাদে...
কতগুলো পায়ের চিহ্ন দেখছি...
কাদের?
ওই দ্যাখো !
আ, একটা মদের বোতল !
বোতল আবার কোথায় !
ছিপি খুলব !

চেঁচাচ্ছিলে কেন ?

স্বপ্ন দেখেছিলুম ।
বড় বিচ্ছিরি স্বপ্ন !

আমি কোথায় ? কী হয়েছিল ?
আমার সঙ্গে আসুন, লেফটেন্যান্টের কাছে !

নিয়ে এসেছি, সার ।
আরে আসুন, আসুন। দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখছি।

আমি লেঃ দ্যলকুর, আফগান ঘাঁটির কর্তা ।
আমার নাম টিনটিন । এখন বলুন তো...

কী করে এখানে এলেন এই তো ? কাল দক্ষিণ আকাশে ধোঁয়া দেখে মনে হয়েছিল, একটা প্লেন । তক্ষুনি লোক পাঠাই । তারাই আপনাদের বেহুঁশ অবস্থায় পেয়েছে ।
অর্থাৎ, আমার বন্ধুকেও তারা নিয়ে এসেছে, কেমন ?

ওই যে তিনি । আসুন । আমেদ গোটাকয়েক গেলাস আর বোতল দিয়ো...

ধোঁয়া তা হলে এরোপ্লেনেরই ?
হ্যাঁ, মাটিতে আছড়ে পড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল ।

না, আমি মদ খাই না ।
তা ভালই তো ।

না না, আমারও এ-সব একদম চলে না...
বটে ? তা বেশ, তা বেশ ।

আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন । লোক না পাঠালে আমরা তেষ্টাতেই মারা পড়তুম ।
ভগবান বাঁচিয়েছেন । এখন বলুন, এদিকে আপনারা এসেছেন কেন ? উদ্দেশ্যটা কী ?

...এখন খবর পড়ছি। কালকের ভয়াবহ ঝড়ে টাংগানাইকা জাহাজ ডুবে গেছে, তবে মাল্লারা নিরাপদ। জুপিটার জাহাজ পাড়ে এসে ধাক্কা খেলেও তেমন ক্ষতি হয়নি। মাঝ-সমুদ্র থেকে একটা জাহাজ বিপদ বার্তা পাঠিয়েছিল। জাহাজের নাম...
...কারাবুজান। বেনারস নামের জাহাজটি তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটে যায়, কিন্তু সারারাত তল্লাশি চালিয়েও কারও খোঁজ পায়নি। আশঙ্কা করা হচ্ছে, কারাবুজান তার সমস্ত যাত্রী ও মাল্লা সমেত ডুবে গেছে...
!

তাজ্জব ব্যাপার।
আরে, কারাবুজান কি একটা ডিঙি নৌকো যে, ওইভাবে ডুববে? তা ছাড়া জাহাজ ডুবলেও লাইফবোটে উঠে কেউ রক্ষা পেল না কেন? অবিশ্বাস্য।

লেফ্‌টেন্যান্ট,যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা উপকূলের দিকে যেতে চাই। কেন, আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।
যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে আমার অসুবিধে নেই। তবে সঙ্গে দুজন লোক দিয়ে দেব। গত মাস দুয়েক যাবত পথ মোটামুটি নিরাপদই রয়েছে।

ঘণ্টা বাদে...
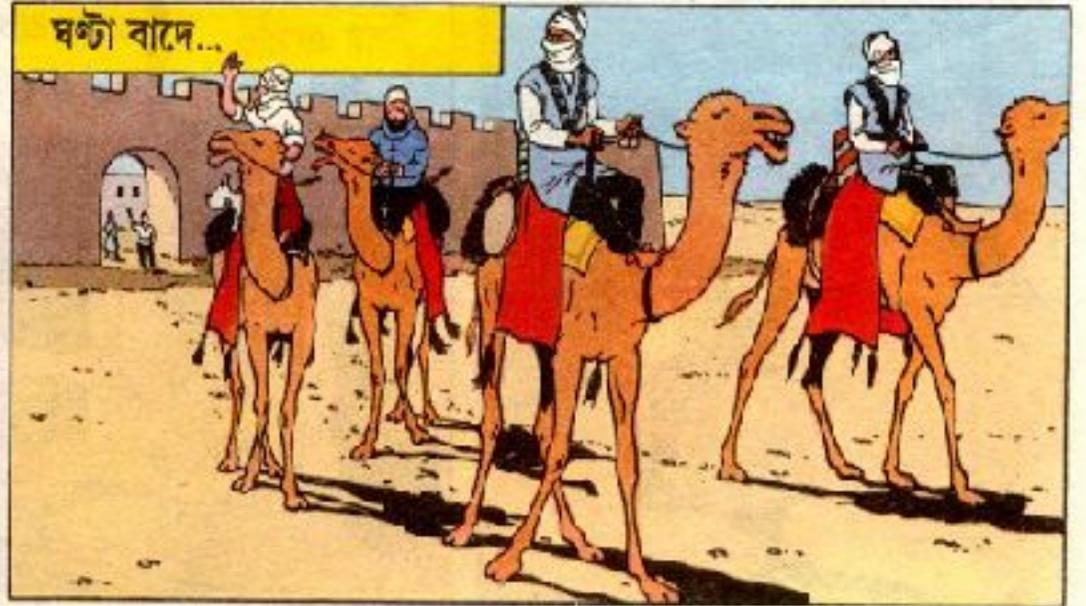
আল্লা ওদের রক্ষা করুন।

পরদিন সকালে...
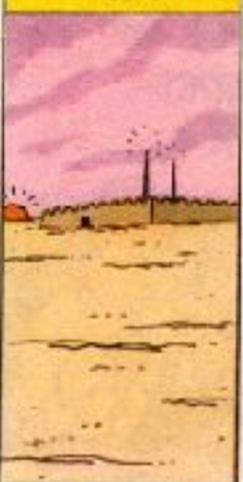
এইমাত্র একটা বেতার-বার্তা এসেছে সার।
দাও।
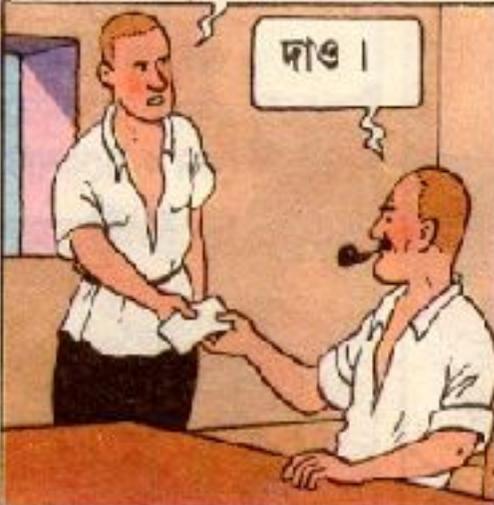
জরুরি।
উপকূলের দিকে একদল হানাদারকে লক্ষ করা গেছে।
অবিলম্বে লোক পাঠাও।
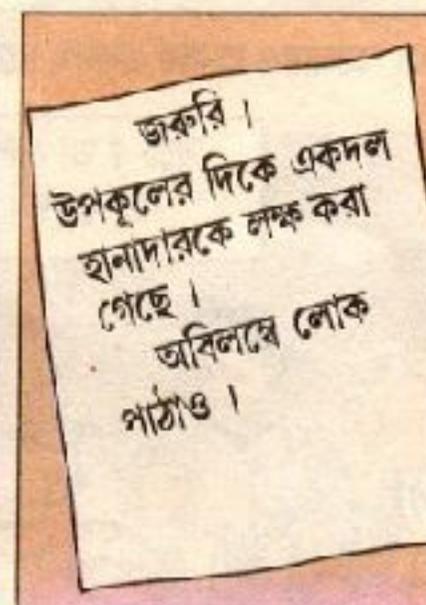
যাচ্চলে, টিনটিন আর তার বন্ধু তো ওইদিকেই গেল। বিপদে না পড়ে।

অফিসারদের পাঠিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, কাল যে দু বোতল মদ দিয়েছিলে, তা গেল কোথায়?
কী জানি, সার আমি তো নিইনি!

হ্যাঁ, এবারে আয়েস করে এক ঢোঁক খাব। কেউ তো আর দেখছে না।

হানাদার।

ভাগ্যিস বোতলদুটো সরিয়েছিলুম।

দুম
দুম
দুম

দুম
দুম
দুম
?
হানাদার।

শিগগির ওই ঢিবির আড়ালে গা ঢাকা দাও।
দুম

দুম
লেফটেন্যান্ট বললেন, বিপদ নেই, অথচ...
দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি!

ব্যাটাদের শেষ করে ছাড়ব।
দুম
দুম
দুম

দুম
দুম

এবারে আয় পাজিরা!
দুম

দুম
দুম
দুম

আরেব্বাস, একটুর জন্যে বেঁচে গেছি।
দুম

দাঁড়াও বাছাধনেরা, টিপ আমারও কিছু খারাপ নয়!
দুম

এবারে ঠিক খুলি উড়িয়ে ছাড়ব।

দুম

আর একটু হলেই মারা পড়তুম।

দুম
?

ঠিক জায়গায় গুলি লেগেছে।
দুম

গুঁড়ি মেরে ঠিক ওদের পেছনে এসে পৌঁছেছি !!
দুম

ছেলেটার দারুণ টিপ, আগে ওটাকে মারব...
দুম
দুম

দুম
!
শোঁ-ও-ও
ক্র্যাক

দুম
?

দুম
দুম
দুম
শোঁ-ও-ও-ও

প্রতিশোধ চাই !
দুম

প্রতিশোধ !

প্রতিশোধ !

প্রতিশোধ !
দুম
দুম

উল্লুক !...পাজি !... বাঁদর !... বদমাস !
?

ক্যাপ্টেন ! আর এগিয়ো না। মারা পড়বে।

কুত্তা।... বাইসন।... গন্ডার।... গাধা।

মাতালকে যে কে বাঁচায় বোঝা শক্ত। লোকটা এখনও মারা পড়েনি, আশ্চর্য!

হনুমান
জাম্বুবান
উল্লুক
শুঁয়োপোকা
জেবরা
জিরাফ

গিরগিটি... বেল্লিক...
ওদের তাড়িয়ে ছাড়ল দেখছি।

ফের এদিকে এলে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মাথা ফাটাব।

শাবাশ ক্যাপটেন! শাবাশ!

ব্যাটা পালিয়ে বেঁচে গেল। শুধু এক ব্যাটা হঠাৎ চুপিচুপি আমার পেছনে এসে মাথায় ডাণ্ডা মেরে গেছে।

!
!

পিছু নাও। পালাতে দিও না। বন্দি করে আনো।
আরে, লেফটেন্যান্ট!

তা হলে...তা হলে ...আমার ভয়ে ওরা পালায়নি! লেফটেন্যান্টের ভয়ে পালিয়েছে?

মরুপথে কয়েক দিন চলার পর টিনটিন ও ক্যাপ্টেন মরক্কোর বাঘর বন্দরে এসে পৌঁছল

সরে যা ।

ভিড় কোরো না ।
সরে যাও ।

ধুস্, টিনটিনকে হারিয়ে ফেললুম । কোথায় গেল !

আয় কুট্টুস ! যেন চোখের আড়াল না হয় ।

?

যাচ্চলে । কোথায় ঢুকল ? নিশ্চয় এরই একটা বাড়িতে । দাঁড়িয়ে থাকব... চিনে ফেললে...তার চেয়ে ঘুরে আসা ভাল

এখন কোথায় খুঁজব টিনটিনকে ?
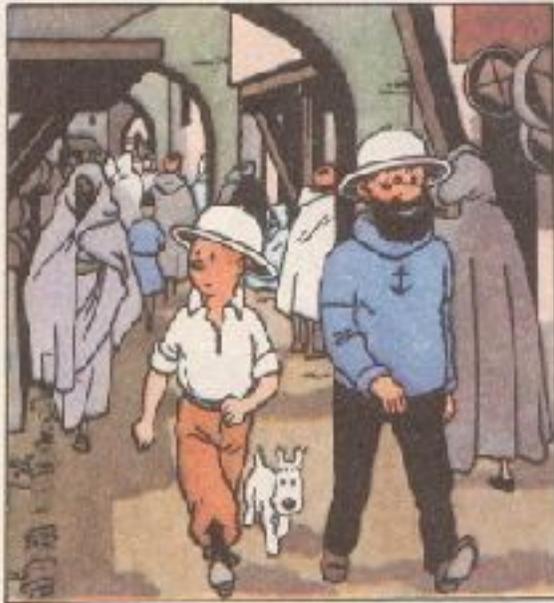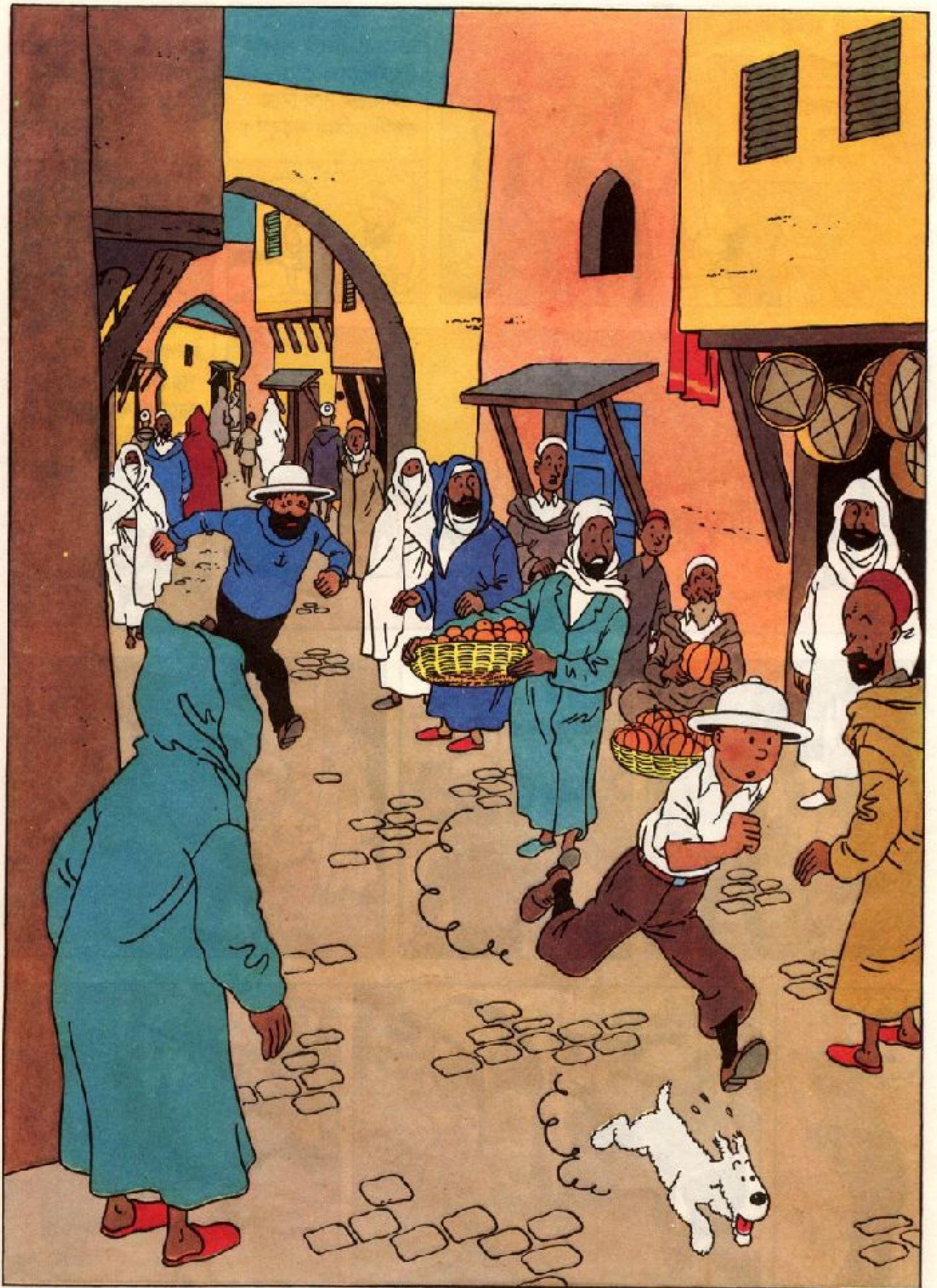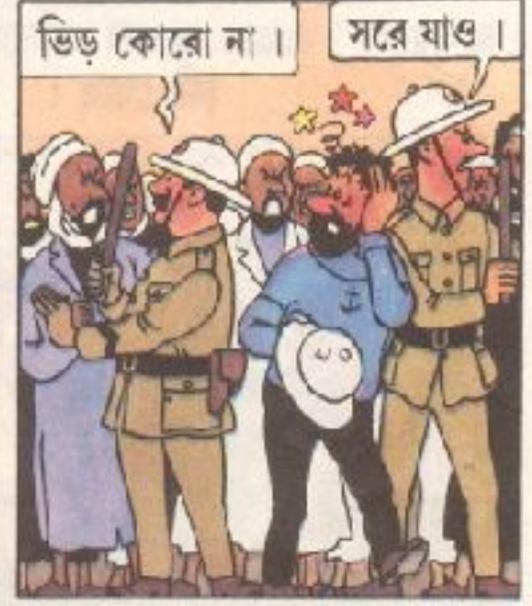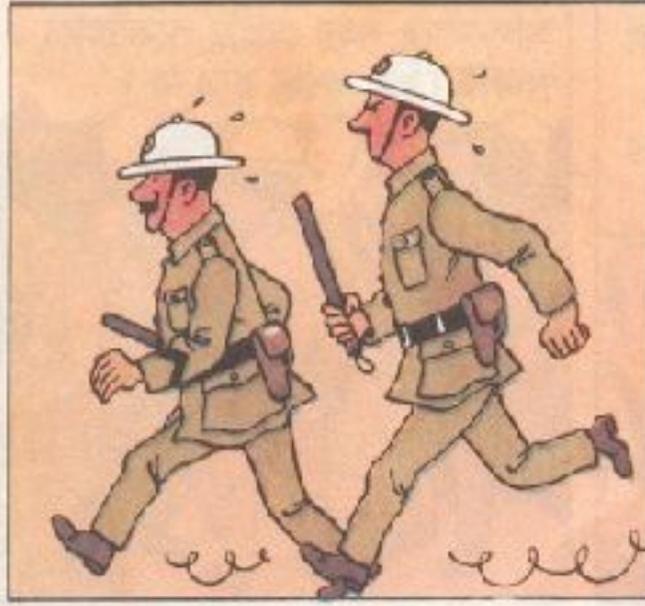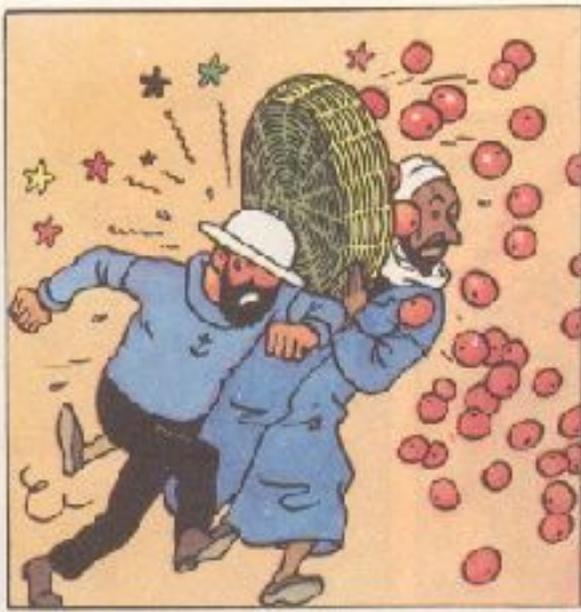
প্রথমে খুঁজতে হবে ক্যাপ্টেনকে। লোকটার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, বন্দরে গিয়ে অপেক্ষা করবে।
এবারে...এবারে ও হ্যাঁ, এবারে যাব হারবার-মাস্টারের কাছে... তা কত হল হে ছোকরা ?
পাঁচ ফ্রাঁ।
?
পুলিশ, পুলিশ
পুলিশ পুলিশ
আবার কী হল ?
আমার...আমার মানিব্যাগ চুরি গেছে ! ওহোহোহোহো... আমার মানিব্যাগ !
আপনাদের শহর দেখছি পকেটমারে বোঝাই। ছিঃ, লজ্জা করে না ?
এই তো আপনার মানিব্যাগ। পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল, আর আপনি ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছেন ! লজ্জা করে না আপনার ?
!
বাড়ি যান। ফের যদি চেঁচান, আপনাকেই জেলে পুরে দেব বুঝলেন ?
বুঝেছি, বুঝেছি।
ট্রালালালালা
DJEBEL-AMILAH
?
আরে, এই তো কারাবুজান। পুলিশ ! পুলিশ ! পাকড়ো... পাকড়ো...
পুলিশ পুলিশ
না না, আমি বলছি, ওটা জেবেল আমিলা নয়, ওটাই কারাবুজান... আরে, আমাকে পাকড়াচ্ছ কেন, বদমাসদের পাকড়াও।
চলো থানায় !
আরে, সত্যি বলছি, ওটাই কারাবুজান। আ-আ-আফিমে ভর্তি !
?
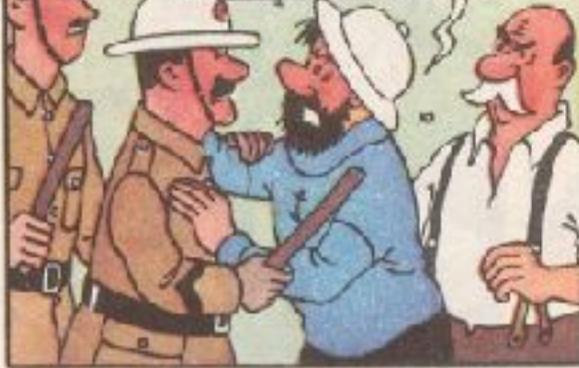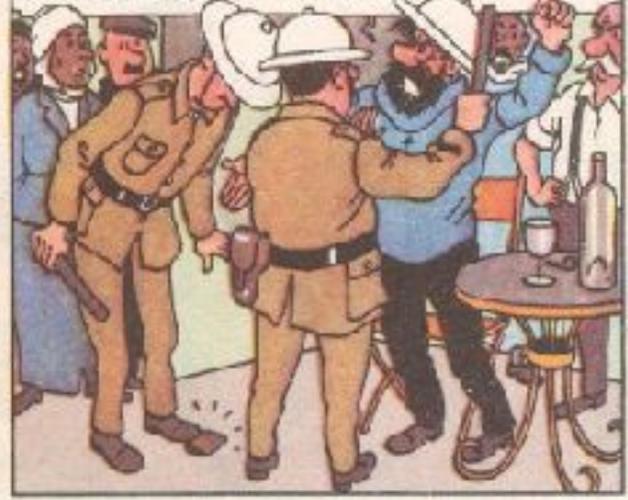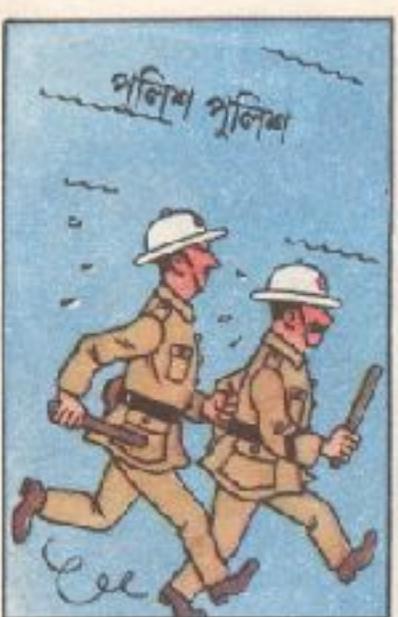
আরেব্বাস ! কাপ্তান । মেটকে খবর দিতে হচ্ছে।

হ্যালো...কী বললে ? ঠিক দেখেছ ? কাপ্তান জাহাজ দেখে চিনেছে ? পুলিস তাকে পাকড়াও করেছে ? আমি আসছি !

ইতিমধ্যে
ক্যাপ্টেন এখনও এল না ! হারবার-মাস্টারের দফতরে আসতে বলেছিলুম ।
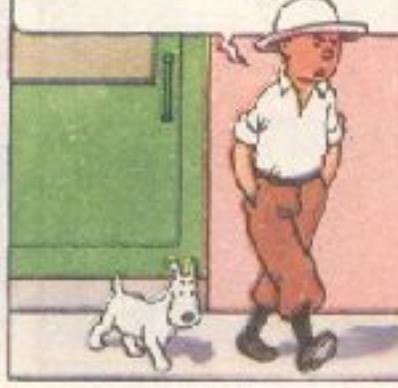
পরদিন সকালে...
হ্যালো...পোর্ট থেকে বলছি... মিঃ টিনটিন...না হ্যাডকের দেখা এখনও পাইনি ।

লোকটা গেল কোথায় । দেখি পুলিশের কাছে খবর মেলে কিনা ।

ক্যাপ্টেন হ্যাডক ? এই তো মিনিট পাঁচেক হল তাঁকে ছেড়ে দিলুম । হাঙ্গামা করার দায়ে কাল রাত্তিরে তাঁকে ধরে আনা হয়েছিল । বললেন, এখান থেকে হারবার মাস্টারের দফতরে যাচ্ছেন, আপনাকে কী একটা খবর দেবেন । যান, পথে

জরুরি খবর ? কিসের খবর ? হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে ।

ওই তো ক্যাপ্টেন !

এখানে কারাবুজান । টিনটিনকে বললে অবাক হয়ে যাবে ।

জুতোর ফিতেটা খুলে গেল !

বাঁ চা ও
বাঁ চা ও

ক্যাপ্টেনকে ধরেছে !

দড়াম

আরে, দরজাটা দেখছি
জাম হয়ে গেছে !
গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ !
যাচ্চলে !
আর একটা গাড়ি ! উঠে পড়ি। নইলে ক্যাপ্টেনকে বাঁচানো যাবে না ।
এবারে ফুল স্পিডে চালিয়ে দিই ।
এ কী, সামনে না গিয়ে পেছনে যাচ্ছি কেন ?
?
ভাঙা গাড়ির হর্ন আবার কে বাজাচ্ছে ?
?

ব্যাটারা পালাতে না পারে ।

যাক, একটা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি ! সেন্ট্রাল স্টেশনে যাব ।
সামনের ওই গাড়িটার পিছু নিতে হবে !
MS 1420

?
?

ট্যাক্সি তো আমি নিয়েছি, আপনি উঠলেন কেন ?
বা রে, ট্যাক্সি তো আমি নিলুম ।

দেখুন মশাই, ঝামেলা করবেন না । পনেরো মিনিটের মধ্যে সেন্ট্রাল স্টেশনে আমাকে পৌঁছতে হবেই ।
আর আমাকে পৌঁছতে হবে হাসপাতালে...এক্ষুনি ।

পাগলা কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে কিনা !

ড্রাইভার জোরে চালাও ! ওই গাড়িটাকে ধরতে হবে ।

কোন গাড়িটা?
যাচ্চলে গাড়িটা সরে পড়েছে! ঠিক এই ভয়ই করছিলুম ।

যে-গলিতে কারাবুজানের মেটকে দেখেছিলুম সেইখানেই যেতে হবে ।

কিন্তু তার আগে পোশাক পালটানো দরকার, নইলে ওরা চিনে ফেলবে ।

পুরনো জামাকাপড়ের দোকান ! কিন্তু...কিন্তু...নাঃ, ওরাই বটে ।

এই যে দাদা মানিকজোড়।

তার মানে? আমরা হচ্ছি পুলিসের দুই টিকটিকি। জনসন আর রনসন।
বেঁচে আছে তা হলে! কিন্তু...ছদ্মবেশ ধরেছি... চিনল কী করে?

এখন বলো, কারাবুজানে কী হয়েছিল? তোমার বেতার বার্তা "কারাবুজান থেকে পালাচ্ছি, জাহাজে প্রচুর আফিম।" পেয়েই প্লেন ধরে এখানে চলে আসি।

আমরা জানতুম, কারাবুজান এই বন্দরে ভিড়বে। এসে শুনি জাহাজডুবি হয়েছে। ব্যাপারটা সত্যি?
সত্যি। হাজার হাজার কাঁকড়ার লেবেল আঁটা টিনে আফিম লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

কাঁকড়ার টিন?...দাঁড়াও দাঁড়াও...
যে-দোকান থেকে ছদ্মবেশ কিনলুম, সেখানেই একটা কাঁকড়ার টিন ছিল।
বলেন কী? শিগগির চলুন।

টিনটা ওইখানে ছিল।
কাঁকড়ার টিনটা কোথায় সরিয়ে রেখেছ?

এই তো কর্তা, এই তাকে রেখে দিয়েছি।
হ্যাঁ হ্যাঁ, একই লেবেল, সেই জিনিসই বটে।

টিনটা খোলো।

এই দেখুন।

দ্যাখো।
আরে, এ তো কাঁকড়াই।
বারে, কাঁকড়ার টিনে কাঁকড়াই তো থাকবে। খুব ভাল জাতের কাঁকড়া।

অথচ কারাবুজানে এই রকমের যে-সব টিন দেখেছিলুম, তার মধ্যে কাঁকড়ার বদলে ছিল আফিম।
তা হলে?
তাই তো ...তা হলে?

এই টিন কোত্থেকে কিনেছ? ঠিক করে বলো।
ওই তো সামনেই মহম্মদ বেন আলির দোকান থেকে।

চলো মহম্মদ বেন আলির দোকানে...
ওই দ্যাখো ।
দোকানে এখন কেউ নেই...
হুম, কেউ নেই...
ঠিক সেই টিন ! একরকম !
এই, কেউ আছ ?
এই, কেউ আছ ?
?
?
দড়াম...
ধাঁই...
এইযযা ! ওর আবার কী হল ?
জনসন !... ওহে জনসন ! ...কোথায় তুমি ?
?
দড়াম
!
কী ব্যাপার ?
ফোকরটা দেখতে পাইনি ।
হাড়গোড় ভাঙেনি তো ?
আরে না ।
আরে না ।
মাথা বাঁচিয়ে !...

কে আপনারা ? এখানে কী করছেন ?
আপনি বুঝি এই দোকানের মালিক ?

বেশ, এখন বলুন, কোন পাইকারের কাছ থেকে এই কাঁকড়ার টিনগুলো আপনি কিনেছেন ?

কেন, আমি কিনেছি ওমর বেন সালাদের কাছ থেকে । তিনি এখানকার মস্ত ব্যবসায়ী, সবাই তাঁকে চেনে । দারুণ বড়লোক... মস্ত বাড়ি... অনেক ঘোড়া... অনেক গাড়ি... তা ছাড়া একটা উড়োজাহাজও আছে ।
বটে ? আচ্ছা, আপাতত চলি ।

ওমর বেন সালাদের খোঁজ নিতে পারবেন ? আগে উড়োজাহাজের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা কী খোঁজ নিন । কেউ যেন কিছু সন্দেহ না করে...

আরে না না, কেউ কিচ্ছু সন্দেহ করবে না । আমরা হচ্ছি গিয়ে ঝানু টিকটিকি...
হুম, যাকে বলে জবর রকমের ঝানু ।

এবারে ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করতে হবে । তার আগে চাই ছদ্মবেশ ।

মিস্টার মেট ?...টম বলছি । ক্যাপ্টেনকে ধরেছি, কেউ টের পায়নি...আপনি আসছেন...ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ? বেশ...

ইতিমধ্যে...

ওমর বেন সালাদের বাড়ি ? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই ।

কর্তা একটু বেরিয়েছেন । আরে ওই তো তিনি...হ্যাঁ হ্যাঁ গাধার পিঠে ।
ও, উনিই তিনি! বেশ !

পথ ছেড়ে দাও...ওমর বেন সালাদ যাচ্ছেন...পথ ছেড়ে দাও...
পিছু নেওয়া যাক ।

ওইখানে ঢুকল...পিছু নেব ?
নিশ্চয়ই পিছু নেব ।
জুতা খুলিয়া ভিতরে ঢুকুন ।
জুতা খুলিয়া ভিতরে ঢুকুন
?
?
এক ঘণ্টা বাদে....
হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়লুম কেন ?
পাথরে ঠোক্কর খেয়ে থাকব ।
জোর বেঁচে গেছি !
পিছু নেওয়া যাক । কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলব যে, আমি ভিখিরি !

?
কে তুই ? কী চাস?

ভিক্ষে চাই, বাবা, আমি বড় দুঃখী মানুষ...

বেরো হতভাগা বেরো শিগগির ! যত্ত সব কুত্তার বাচ্চা !
ব্যস রে !

নাঃ কাজটা দেখছি সহজ হবে না । কিন্তু...কিন্তু কুট্টুস কোথায় ?

আরে, এটা আবার কোত্থেকে এসে জুটল।
?!

ধর ধর ! মাংস নিয়ে পালাচ্ছে ।

এই ফাঁকে ঢুকে পড়ি !

আস্ত একটা রাং নিয়ে সরে পড়ল ! পাজি কুত্তা !
আচ্ছা, অ্যালান এখানে এসেছে ?
যাচ্চলে, ফিরে এসেছে দেখছি ।

হ্যাঁ, তিনি এসে গেছেন ।
লুকিয়ে পড়া যাক ।

তার কাছেই যাচ্ছি ।
এইদিকেই আসছে যে !

আরে, লোকটা গেল কোথায় ?
গুপ্তপথ আছে কি ? না...
তা হলে দেয়ালে বা মেঝেয়
ঢং করে আওয়াজ হত।
ভক্ ভৌ !
আরে কুট্টুস ! ভয় পাইয়ে
দিয়েছিলি !
আরে ব্যাটা, কুলুঙ্গিতে গা ঢাকা
দিয়ে দিব্যি মাংস খাচ্ছিলি।
আমার অবস্থা ডায়োজিনিসের
মতো : যা চাই, খুঁজে পাচ্ছি না
ডায়োজিনিসের নাম শুনেছিস ?
গ্রিসের মস্তদার্শনিক। একটা
পিপেতে থাকতেন...
পিপের মধ্যে...পিপের
মধ্যে...হয়েছে রে কুট্টুস,
পেয়ে গেছি !
দ্যাখা যাক, এই পিপের
মুখটা খোলে কি না...
খুলেছে। আসলে এটা দরজা।
দ্যাখ কুট্টুস। সুড়ঙ্গ।
এদিকে আর-একটা দরজা ! কুট্টুস রে, মনে
হচ্ছে আমরা ঠিক পথেই চলেছি !...

আরে ! এই তো সেই কাঁকড়ার টিন !

ডাকাত !

বদমাস !
এ তো ক্যাপ্টেনের গলা !

যতই চেঁচাও, কেউ শুনবে না । তার চেয়ে বরং চটপট বলো যে, টিনটিন কোথায় ।

এই তো আমি !
?

কেউ নড়লেই গুলি চালাব ! এই, ক্যাপ্টেনের হাতের দড়ি খুলে দে ।

টিনটিন । এ যে টিনটিন ! আয় ভাই, আমার বুকে আয় ।

ধেৎ, আমার পিস্তলটা।

?
খবর্দার!

পালাও! এদিকে!

ক্র্যাক্

ইস, আমার বোকামির জন্যেই এমনটা হল।
এখন আর তার জন্যে কেঁদে কী হবে। প্রাণ বাঁচাতে হলে পালাও।

ভাইনে...ওরা গুলি চালাচ্ছে...

?
ফাঁদে পড়লুম

পালাবার পথ নেই। টিপে মরব।

শাবাশ! বোতলের ঘা খেয়ে ব্যাটারা পালাচ্ছে!

দুম
দুম
দুম

আরে, মদের স্রোতে ঘর
যে ভেসে গেল।
দ্যাখো, এখন আবার পাগলামি
শুরু কোরো না।
আরে ধেৎ, আমায়
ভেবেছ কী ?
কী ব্যাপার, আমার
মাথা ঘুরছে কেন ?
হোহোহো, আমি তো
এক রা—জা !
মাতলামি
করছে !
টারারা বুম টারারা বুমবুমাবুম !
হোহোহো টাকডুমাডুম
টাকডুমাডুম !
ঝাঁঝালো গন্ধেই বেহেড মাতাল
ভেতরে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরব।
টারারা বুম !
তুই ওটাকে ধরে
নিয়ে আয় !
টাকডুমাডুম !
ডুমাডুম
হোহোহো আমি
তো এক রাজা !
যথেষ্ট হয়েছে, এখন
বোতলটা আমাকে
দাও তো !
কী, এতবড় বেয়াদপি ?
উল্লুক-পাজি-বাঁদর-
বদমাস ! কুত্তা-বাইসন
গণ্ডার-গাধা
ব্যাটার মাথায়
এবারে ঠিক ডাণ্ডা
কষিয়ে দেব !
উল্লুক
বেবুন
শুঁয়োপোকা

হনুমান...জাম্বুবান...
ঢের হয়েছে, এবারে চুপ করো...

গিরগিটি
ভোঁদড়
শেয়াল

বাদুড়
চামচিকে
?!

প্রতিশোধ

জেবরা...জিরাফ...নারকোল... তরমুজ...বোম্বেটে... ভূত...
মার মার ব্যাটাকে। কামড়ে দে।

হামদো...মামদো... গাধা...
টাকডুমাডুম!

ইতিমধ্যে
ওমর বেন সালাদ ফিরে এলেন।

এখন গিয়ে ওকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করব?
বিলক্ষণ।

কর্তা, দুজন বিদেশি দেখা করতে চান। কী একটা তদন্তের ব্যাপারে
বেশ তো, ভেতরে পাঠিয়ে দে।

মিঃ ওমর, আমরা একটা তদন্তের ব্যাপারে এসেছি..
তদন্তটা নিঃশব্দে চালাতে হবে।
তাই নাকি? তা কী নিয়ে তদন্ত?

আমাদের এক বন্ধু টিনটিন বলছে আপনি গাঁজা আফিমের চোরাই কারবার করেন।
সত্যি করেন নাকি?
?!

কী, এতবড় আস্পর্ধা? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এক্ষুনি। নইলে চাবকে তোমাদের ছাল ছাড়িয়ে নেব।

?

বেতমিজ্‌...
বদমাস...গাঁজাখোর...গুণ্ডাহাতি !
টিনটিন !!
?
টাকডুমাডুম
ও, তুমিই টিনটিন ! এইবারে এক গুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব !
ওহে খোকা, বন্দুক নিয়ে খেলা করতে নেই ! টাকডুমাডুম !
দুম !
আঃ !!!
?
কে এই লোকটা ?
ওমর বেন সালাদ ! ওঁকে প্রশ্ন করতে বললেন, উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ...
চেপটে গেলুম যে
নির্দোষ ? ওর গুদামে একটু আগেই বিস্তর আফিমের খোঁজ পেয়েছি !
দেখুন ! কাঁকড়ার দাঁড়া ! সোনার ! এই ব্যাটাই পালের গোদা ! এক্ষুনি পুলিশকে খবর দিন !
হ্যাল্লো...পুলিশ ? আমরা পুলিশের গোয়েন্দা ! বিস্তর তদন্ত করে আফিমের চোরাকারবারিদের খোঁজ পেয়েছি...হ্যাঁ...তাদের নেতা হচ্ছে ওমর বেন সালাদ...
কী বললেন ? ওমর বেন সালাদ ? তিনি তো মস্ত ব্যবসায়ী ! আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ?
ঠাট্টা নয়, ধরেছি ! সত্যি না হলে আমাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয় !
যা বলেছ !

ওম্বর কেন সালাদ চোরাকারবারি তাজ্জব ব্যাপার !
ওখানে আবার কিসের গণ্ডগোল ?
বেঁকিছে শকুন

এ যে সেই লোকটা !
এই তো পুলিশ !

শিগগির ওকে পাকড়াও করুন... ব্যাটা বদমাস... আমার মাথায় ডাণ্ডা মেরেছে।
আবার হল্লা করছ। দাঁড়াও, রুলের গুঁতো না খেলে আক্কেল হবে না।

যাক, আপনারা এসেছেন। দেখুন, শয়তানটাকে আমরা ধরেছি।
এই হচ্ছে পালের গোদা।
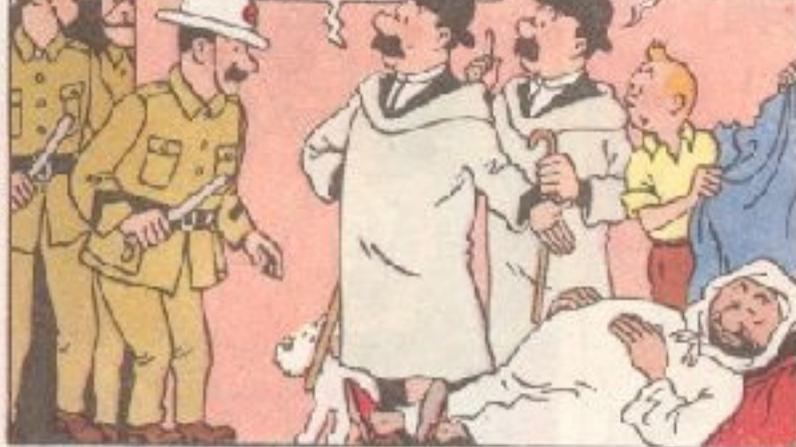
আমার সঙ্গে আসুন, গুদামঘরের লোকগুলোকে ধরতে হবে।

মেট পালিয়েছে ! সেটাই সবচেয়ে শয়তান !

অন্য কোনও পথে পালিয়েছে। আপনারা একদল এখানে পাহারায় থাকুন, আর একদল আমার সঙ্গে আসুন।
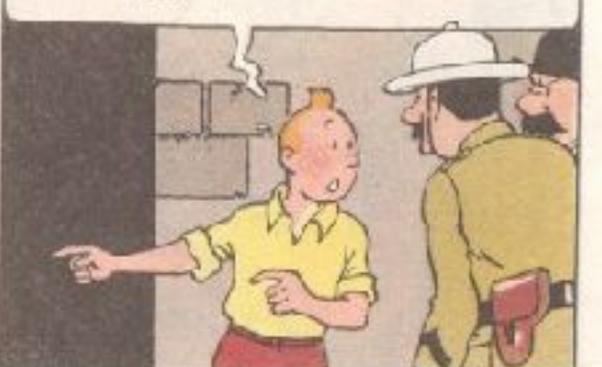
জেটির দিকে চলুন। লোকটা তো জাহাজি মাল্লা— -তাই জাহাজঘাটার দিকেই হয়তো গেছে।

?
পুলিশ !
পুলিশ !
একটা লোক হঠাৎ এখানে এসে একটা মোটরবোট হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে ! ওই দেখুন !
হ্যাঁ, সে-ই ! শিগগির আর একটা মোটরবোটে উঠুন ।
আরে, এগোচ্ছে না কেন ?
দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে যে ! দড়িটা খুলুন !
নিশ্চয়, নিশ্চয়, ভুলেই গিয়েছিলুম ।
ছুরি আছে, কেটে দিচ্ছি ।
কাটতে পেরেছ ?
হ্যাঁ !
আমাদের বোটের গতি বেশি ! ব্যাটাকে ঠিক ধরে ফেলব !
এই রে, পিছু নিয়েছে দেখছি !

আরে, আটকে গেলুম যে।
ব্যাপার কী ? জনসন আর
রনসনই বা কোথায় গেল ?

প্রপেলারে কিছু একটা
জড়িয়ে গেছে।

মাছ ধরার জাল। যাক,
এবারে জোরে
যাওয়া যাবে।

আবার পিছু নিল যে।
বদমাস কোথাকার।

বোঝ ঠ্যালা !

কী হে,এখন কী হবে ?

বোটটা ভীষণ
দুলছে।

মারপিট চলেছে।
একজন উঠে দাঁড়াল।
কে ?

টিনটিন। ওই
জিতেছে। বোটের
মুখ ঘুরিয়ে
ফিরে আসছে !

দূরবিনটা
আমাকে দাও !
?!

আমি বনুজি কারাকি, ইয়োকোহামা পুলিশের লোক। কারাবুজানের খোল থেকে পুলিশ আমাকে উদ্ধার করেছে। আপনাকে একটা চিঠি দিতে যাচ্ছিলুম, এই সময় চোরাকারবারিরা আমাকে গুম করে জাহাজে আটকে রাখে।

আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিতে চেয়েছিলুম। এরা প্রাচ্যদেশেও কারবার চালায়, সেখানেই হার্বার্ট ডয়েস নামে এক মাল্লার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল...

হ্যাঁ। মাতাল অবস্থায় বলেছিল, প্রচুর আফিম সে আমাকে দিতে পারে। প্রমাণ হিসেবে একটা খালি কৌটো দেখিয়ে বলে, তাতে আফিম ছিল। আমি তাকে আফিম ভর্তি কৌটো আনতে বলি। পরদিনই তার আসবার কথা ছিল কিন্তু সে এল না,

এদিকে আমি বন্দি হলুম...

চোরাকারবারিরাই তাকে মেরেছে। কিন্তু তার যে লাশ পাওয়া যায়, তাতে লেখা ছিল 'কারাবুজান'।

বলছি। তাকে তার জাহাজের নাম জিজ্ঞেস করেছিলুম। তার কথা বুঝতে না পারায় সে একটা ছেঁড়া লেবেলে নামটা লিখে দেখায়, পরে সেটা নিজের পকেটে রেখে দেয়।

দিন কয়েক বাদে...

...এই গুপ্ত দলটার প্রতীক হচ্ছে সোনালি দাঁড়ার কাঁকড়া, এবং তরুণ সাংবাদিক মিঃ টিনটিনের সাহায্য ছাড়া এদের ধরা যেত না...

বেতারে আমাদের পরবর্তী বক্তা হচ্ছেন মিঃ হ্যাডক। ইনি একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং...

সুপ্রভাত, আপনার চিঠি আর এই পার্সেলটা এসেছে...

কী আছে এই পার্সেলে ?
খুলে দেখলেই তো হয় !

কী জানি বাবা বোমা-টোমা আছে কি না, চোরাকারবারীদের তো বিশ্বাস নেই...

কুট্টুসের জন্য...

এবারে ক্যাপ্টেনের বক্তৃতা শোনা যাক...

নাবিকের সবচেয়ে বড় শত্রু কে সে কি সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা... না কি সেই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, যা ডেকের...

ওপরে এসে আছড়ে পড়ে ? নাকি ডুবোপাহাড়ই তার সবচেয়ে বড় শত্রু? না না, তার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মদের নেশা...

উঃ, এই স্টুডিয়োর মধ্যে কী গরম রে বাবা...

ঢক্‌ঢক্‌...
ঝন
ঝনাৎ
কী হল ?

বেতার-স্টেশন থেকে বলছি... ক্যাপ্টেন হ্যাডক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই...
?

বেতার-স্টেশন ? আমি টিনটিন । ক্যাপ্টেন হ্যাডকের খবর কী ?

না না, তেমন কিছু হয়নি । জল খেয়ে অসুস্থ বোধ করছিলেন, এখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন ।

সমাপ্ত
HERGÉ